প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দিন বদলের অঙ্গীকার, অভিবাসীর অধিকার নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসীর রেমিটেন্সে
ঘুরছে চাকা বাংলাদেশে

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস
১৮ ডিসেম্বর ২০০৯

পছন্দের দেশে যাবার আগে
নিয়োগের শর্তাবলী জেনে নিন

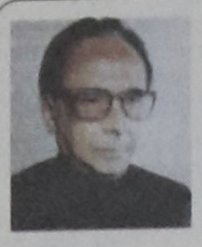

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৪ পৌষ ১৪১৬
১৮ ডিসেম্বর ২০০৯

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ জন্য আমি অভিবাসী কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে দেশ বিদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০০৯ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৮ই ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় দেশ ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে তাঁদের সকলকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। ১৯৯০ সালের এই দিনে অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের অধিকার রক্ষায় 'ইউএন কনভেনশন-১৯৯০' জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয়। এরপর হতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ দিনটিতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এ দিবসটি পালন করে আসছে। অভিবাসী দিবসে আমরা অভিবাসী কর্মীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

জনবহুল এই দেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অভিবাসন এক বহুমাত্রিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। স্বচ্ছল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় দেশের কর্মজীবী মানুষের এ ভূমিকা আমরা সবিশেষ মর্যাদায় মূল্যায়ন করি। অভিবাসী প্রত্যাশী কর্মীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু অভিবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমি আশা করি, আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান বাজারে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্থকতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

মহাপরিচালক
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বাণী

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। প্রবাসী কর্মীদের পরিশ্রমে অর্জিত রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। আমাদের দেশে রয়েছে বিপুল জনশক্তি, সম্ভাবনাময় এ সম্পদকে সদ্ব্যবহার করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করার জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মানব সম্পদের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত হচ্ছে নতুন জনশক্তি। এদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই। "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও তা নিশ্চিত করা। আজকের দিনে আমি আশা করি আমরা নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ প্রচেষ্টাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবো।

অভিবাসন প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন, অধিকতর দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং অভিবাসী সংগঠনসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস এ সেক্টরে বিদ্যমান সকল সমস্যা দূর করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ প্রয়াসে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশী।

খোরশেদ আলম চৌধুরী

বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলে দেবার অঙ্গীকারে জনশক্তি রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া অধিক হারে শুরু হয় আশির দশকে। জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং তা জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০০৭ সন ও ২০০৮ সনে যথাক্রমে ৮.৩২ লক্ষ ও ৮.৭৫ লক্ষ জন বাংলাদেশী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬.৫৭ ও ৯.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ২০০৯ সনে নভেম্বর পর্যন্ত ৪,৪১,১১২ জনের কর্মসংস্থান লাভ হয়েছে এবং ৯.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বাংলাদেশ হতে প্রায় ১০০টি দেশে কর্মীরা কর্মসংস্থানের জন্য যাচ্ছেন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবাসীদের কল্যাণ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম দায়িত্ব। এর পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান এবং প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহিত করার কাজেও মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। প্রচলিত শ্রম বাজারের বাইরে অন্যান্য দেশে যেমন: লিবিয়া, লেবানন, সুদান, আলজেরিয়া, ইত্যাদি, দেশে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় শ্রম বাজার অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।

জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে সৌদি আরব ও কাতার সফর করেছেন। মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপ সফর করেছেন এবং জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে উল্লেখযোগ্য কর্মী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশের শ্রমমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি সম্প্রতি এথেন্সে অনুষ্ঠিত Global Forum on Migration and Develoment এর সম্মেলনে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মতবিনিময় করেন।

দূতাবাসের শ্রম উইং থেকে অভিবাসী কর্মীদের সেবা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা, অসুস্থ কর্মী বা মৃত কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিদেশে চাকুরী নিয়ে গমনকারীদের সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদানে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক রয়েছে। সম্প্রতি প্রবাসে মৃত কর্মীদের পরিবারকে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ১.০০ লক্ষ থেকে ২.০০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ থেকে মৃতদেহ দেশে এনে দাফনের জন্য প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫,০০০.০০ টাকা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা ও নতুন কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা বিবেচনায় আরো শ্রম উইং খোলার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১টি মেরিন টেকনোলজি ইন্সটিটিউট আছে, যার মধ্যে ৬টি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে ৪৫টি ট্রেডে প্রতি বছর ৪২ হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দক্ষিণ কোরিয়াতে জনশক্তি রপ্তানির নিমিত্ত কোইকা'র সহায়তায় ঢাকাস্থ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ব্যাপকভাবে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন ট্রেডের কারিকুলাম উন্নয়ন করা হচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৩০টি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫টি মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিবছর ১ লক্ষের বেশি দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বিএমইটি পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার সমাধান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। প্রাপকের নিকট সহজ প্রক্রিয়ায় ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেমিটেন্স পৌছানোর জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। রেমিটেন্স প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসী বাংলাদেশী) নির্বাচনী নীতিমালা, ২০০৬ এবং রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগকারী বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনাবাসী এবং বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারক বাংলাদেশীকে সিআইপি (এনআরবি) নির্বাচন করা হচ্ছে। রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর ১,০০,০০০ এর বেশি মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারীঃ ক শ্রেণী এবং ৫,০০০-১,০০,০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারীঃ খ শ্রেণী হিসেবে কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অভিবাসীরা দেশে এবং বিদেশস্থ মিশনে কিছু বিশেষ সুবিধাদি পাবেন।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের ঋণ সহায়তা প্রদানসহ সহজে স্বল্পতম ব্যয়ে রেমিটেন্স প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' স্থাপন করতে যাচ্ছে। এ ব্যাংক থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। অপরদিকে, প্রবাস হতে ফেরত আসার পর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগে সম্পৃক্ত হতে পারবেন।

বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগে অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, কর্মীদের প্রতারণা রোধ ও বিদেশগামী কর্মীদের সঠিক পরিসংখ্যান রাখার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কারিগরি সহায়তায় বিদেশগামী সকল কর্মীর ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক জনশক্তি ব্যুরো, মন্ত্রণালয়, বিমানবন্দর ও বায়রা অফিসে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সিগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মী নির্বাচন করতে পারবেন। ফলে কর্মী সংগ্রহের জন্য সাব এজেন্টের প্রয়োজন হবে না এবং অবৈধভাবে কর্মী গমনের সুযোগ থাকবে না। এছাড়া উক্ত ব্যবস্থায় দেশের সকল অঞ্চলের চাকুরী প্রার্থীদের বিদেশ গমনের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে, বিদেশ গমন খরচ ও প্রতারণা হ্রাস পাচ্ছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কোন কর্মী অবৈধভাবে বা জাল ভিসায় বিদেশ গমন করতে পারবেন না। অদূর ভবিষ্যতে বিদেশগামী কর্মীকে কম্পিউটার চীপ সম্বলিত 'স্মার্ট কার্ড' প্রদান করা হবে, যাতে কর্মীর সকল তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

প্রচলিত আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের বাজারসহ নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, কর্মসংস্থানে স্বচ্ছতা, রিক্রুটিং এজেন্সির জবাবদিহিতা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও এর উৎপাদনমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনে প্রবাসী কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে—এ আমাদের অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ পৌষ ১৪১৬
১৮ ডিসেম্বর ২০০৯

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে পালিত 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উপলক্ষে আমি পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী ভাইবোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের অভিবাসী ভাইবোনেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স থেকে।

আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে মানবসম্পদের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের বিপুল জনশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজারে আমাদের জনশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা করতে ইতোমধ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে আজ উদযাপিত হচ্ছে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস"। আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপনের এই উদ্যোগ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে এবং অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানাবিধ প্রচেষ্টাকে অধিকতর বেগবান করবে।

সময়ের বিবর্তনে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিদেশে থেকে রেমিটেন্স প্রাপ্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ১০টি দেশের একটি। বর্তমান সরকার অভিবাসন প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন এবং অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন দেশে শ্রম বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং অধিকতর দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং অভিবাসী সংগঠনসমূহ অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০০৯" উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আমরা অভিবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে চাই। আমরা চাই সহজ ও নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের মানুষের যথাযথ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ইলিয়াস আহমেদ

নিরাপদ অভিবাসনঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন
(সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে)

২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৬টি দেশের উত্থাপিত রেজুলেশন মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বরকে "আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বরে **"সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক সনদ"** মৌলিক সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ঘোষণায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমমর্যাদার। সার্বজনীন মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের। অভিবাসী প্রেরণ ও গ্রহণকারী দেশের অর্থনীতি ও কল্যাণের স্বীকৃতিস্বরূপ লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর মৌলিক মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা করেই এ ঘোষণা দেয়া হয়। সনদটিতে ২০ দেশের রেটিফিকেশনের পর ১ জুলাই ২০০৩ হতে কার্যকর হয়েছে। ৪২ টি দেশ সনদটি রেটিফাই করেছে। বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশ রেটিফিকেশনের অপেক্ষায় আছে।

২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার সকলকে নিয়ে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। এবারও তা পালন করা হচ্ছে। এজন্য সরকারকে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। এ দিবসের শপথ হবে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নিরাপদ অভিবাসনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভিবাসনের অবদানকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা ও অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

শ্রম অভিবাসনে সম্ভাবনা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা :

১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালার আলোকে অভিবাসীদের কল্যাণে ও অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করা।

২) মানবিক ও নৈতিকতার স্বার্থে, দেশ ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত করার লক্ষ্যে নিয়োগ ভিসা ক্রয়ের জন্য নিয়োগকারী বা মধ্যস্বত্বভোগীর সাথে অবৈধ আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

৩) অভিবাসন ব্যয় সংকুলানে স্বল্প সুদে ঋণ পাবার নিমিত্ত প্রবাসীদের নিকট শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে "মাইগ্রেন্ট ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করা।

৪) নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সর্বসাধারণের অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৫) প্রবাসফেরত অভিবাসীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রিইন্টিগ্রেশন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬) অভিবাসী শ্রমিক অধিকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল, অভিবাসন ও উন্নয়নে বিশ্ব ফোরাম এবং সার্ক রিজিওনাল ফোরামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে কাজ করা।

৭) অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতারণা রোধে রিক্রুটিং এজেন্সীর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় ব্যাংকিং চ্যানেলে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা।

৮) বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে অভিবাসী কর্মীর একটি বড় অংশ প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হতে পারে। এ বিষয়ে এখন থেকে নজর দেয়া।

৯) নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিশন গঠন করা।

নারী অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা

নারী ও পুরুষ উভয়েরই অভিবাসনের ক্ষেত্রে পৃথক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অভিবাসনের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি বিবেচনায় পুরুষদের থেকে নারীদের অবস্থা ভিন্নতর। এর কারণ হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, জেন্ডার সহিংসতার সার্বজনীন প্রেক্ষাপট, দারিদ্র্য ও শ্রম অভিবাসনে বিশ্বব্যাপী নারীকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা প্রভৃতি। তাই নারী অভিবাসীর অবস্থা বিশ্লেষণ করাসহ তার প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য জেন্ডারভিত্তিক বিবেচনাকে একীভূত করা একান্ত আবশ্যক।

অভিবাসন যেমন একদিকে নারীর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বৃহৎ পরিসর সৃষ্টি করে অপরদিকে তার মানবাধিকার এবং নিরাপত্তার ঝুঁকিও সৃষ্টি করে। এ ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস ও ক্রমান্বয়ে তা দূরীভূত করণে সরকার ও সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কনভেনশন CEDAW-এর সাধারণ সুপারিশ মালার উপর ভিত্তি করে এ বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসে নারী অভিবাসী কর্মীদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সাধারণ সুপারিশমালার উদ্দেশ্য হল অভিবাসী নারী কর্মীর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অভিবাসী নারীসহ প্রত্যেকেরই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। নারীর নিজ দেশে ও যে দেশে অভিবাসিত হয় সে দেশে সেবা প্রদান ও গৃহকাজসহ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাধ্যবাধকতা অবশ্যই থাকবে।

অভিবাসিত নারী কর্মীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কার সাথে সাথে তার নিজ দেশ, ট্রানজিট দেশ এবং যেখানে সে অভিবাসিত হয় সে দেশে তার অধিকার লঙ্ঘিত হবার ঝুঁকি থাকে। বর্ধিষ্ণু নারী অভিবাসনের দিক থেকে লক্ষ্য করলে CEDAW-এর সাধারণ সুপারিশমালাকে একটি উল্লেখযোগ্য অনুকরণীয় অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশে নারী অভিবাসন একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। তাই সাধারণ সুপারিশমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ রাষ্ট্রপক্ষকে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়তা করবে।

মানুষের জন্য manusher Jonno promoting human rights and good governance
WESTERN UNION মানি ট্রান্সফার
United Nation Development Fund for Women UNIFEM
ILO
BRAC
BAIRA
WARBE
Terre des hommes Italia www.tdhitaly.org
RMMRU